ইসলামি রাজনীতি কি ও কিভাবে?
[বাংলা – Bengali – بنغالي[

একাডেমিক গবেষণা ও ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটি

অনুবাদ: আব্দুল্লাহ আল মামুন আল-আযহারী

সম্পাদনা: ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী

2015 - 1436

ما هي السياسة الشرعية وكيف؟

« باللغة البنغالية »

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ترجمة: عبد الله المأمون الأزهري

مراجعة: د/ محمد منظور إلهـي

1436 - 2015

IslamHouse.com

[illegible]?

[illegible]

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“[illegible] [illegible] [illegible] [

অন্যদিকে মিথ্যাচার ধোকাবাজি, অঙ্গিকারভঙ্গ, গাদ্দারী, জনগণের সাথে কৃত ওয়াদা পূরণ না করার ধোকার রাজনীতি ইসলাম সমর্থন করেনা এবং এধরনের নোংরা রাজনীতিও ইসলাম নিয়ে আসেনি। যে কেউ কুরআন, হাদীস, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালামের জীবনী অনুসন্ধান করে দেখতে পাবে যে, ইসলাম সঠিক মাপকাঠীতে রাজনীতি নিয়ে এসেছে এবং এর মাধ্যমে মানুষের মাঝে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করেছে।
তাহলে এখন প্রশ্ন হলো, যারা ধর্মহীন, ধর্মনিরপেক্ষ বা সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী রাজনীতি করেন তাদেরকে কি ভোট দিয়ে নির্বাচিত করা যাবে? এধরনের লোকদেরকে জনগণের প্রতিনিধি নির্বাচন করার হুকুম কি? নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, দেশের বিভিন্ন স্তরের নির্বাচনে এ ধরনের লোকদেরকে ভোট দিয়ে নির্বাচন করা জায়েয হবেনা। যেসব লোক সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী বা ইসলামকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য ও উপহাস করে, বা সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী, বা তারা ইসলামকে শুধু দীন হিসেবে মনে করেন তাদেরকে নির্বাচিত করা যাবেনা। কেননা এদেরকে নির্বাচিত করার অর্থই হলো আপনিও তার এসব কাজে সন্তুষ্ট ও তাদের এসব অন্যায় কাজে সহযোগী। এমন করাটা তাদের এসব ভ্রান্ত আক্বিদা-বিশ্বাসে সহযোগিতা করার নামান্তর। এর ফলে তারা তাদের বিরোধী ইসলামপন্থী বা ডানপন্থীদের উপর নানারকম উপহাস, নির্যাতন, নিপীড়ন ও অধিকারহরণ করে। তাছাড়া এটা একটা ভ্রান্ত মতবাদ

عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " إِنَّمَا مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ، وَالْجَلِيسِ السَّوْءِ، كَحَامِلِ الْمِسْكِ، وَنَافِخِ الْكِيرِ، فَحَامِلُ الْمِسْكِ: إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً، وَنَافِخُ الْكِيرِ: إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيحًا خَبِيثَةً "

[1]

[1] [illegible]

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
“
”
[-:]

6

করে তবে সে নিজে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে এবং অন্যরাও তাকে ভোট দিবে। এটা সে অনৈসলামিক আইনকে ইসলামি আইনে পরিবর্তনের চেষ্টার উসিলা হিসেবে গণ্য হবে, তবে সে নির্বাচিত হলে ইসলামি শরি‘আতের বিরোধী কোন পদ গ্রহণ করবে না বা সে সংক্রান্ত কোন আইন সমর্থন করবে না। ধর্মনিরপেক্ষ বা ধর্মহীন দেশে প্রচলিত আইনের অধীনে ইসলামি সংগঠন তৈরী করা কি জায়েয? উল্লেখ্য, ইসলামি সংগঠনের উদ্দেশ্য ভিন্ন, তাদের মূল লক্ষ্য হলো দাওয়াতী কাজ পরিচালনা করা।
এ প্রশ্নের জবাবে সৌদি আরবের একাডেমিক গবেষণা ও ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটি বলেছেন, আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষায় নিপতিত অসহায় মুসলামনের জন্য অমুসলিম বা কাফির দেশে সংঘবদ্ধভাবে থাকা, পরস্পর সাহায্য সহযোগিতা ও সম্প্রীতির লক্ষ্যে এ ধরনের ইসলামি দল বা সংগঠন করা জায়েজ। এটা সৎ ও তাকওয়ার কাজে পরস্পর সহযোগিতার নামান্তর।

2

2 লেখার সূত্র: ইলমী গবেষণা ও ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটি। ফতওয়া নং ১৫৬৩১, ৯৮৮০, ৩১০৫, ৪০২৯, ৫৬৫১ ও লেখক কর্তৃক সংকলিত। ফতোয়ার সদস্য: সালিহ ইবন ফাওযান, আবু যায়েদ বকর ইবন আব্দুল্লাহ, আব্দুল আজিজ ইবন আব্দুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ আলে আশ-শাইখ। প্রধান, আব্দুল আজিজ ইবন আব্দুল্লাহ ইবন বাজ।
7